ATHENA, VOLUME VII, JULY 2023 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 192–199
www.athenajournalcbm.in

নারী ক্ষমতায়নে স্বনির্ভর গোষ্ঠী: নদিয়া জেলার প্রেক্ষিতে একটি অন্বেষণ

পুষ্প সরকার*

প্রাপ্ত: ২৮/০২/২০২৩ পরিমার্জন: ২৭/০৩/২০২৩ গৃহীত: ১০/০৪/২০২৩

সারসংক্ষেপ: *নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতায় লিখেছেন, "বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।" নারীর এহেন অবদান সত্ত্বেও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদাই নারী সমাজকে পিতা, স্বামী, সন্তান, বা অন্য কোনো পুরুষ সদস্যের অধীনে থেকে যেতে হয়। ফলে নারী-পুরুষ সম অধিকার ও স্বাধীনতা কখনই উপলব্ধি করতে পারে বিদ্যমান সমাজে পর্দা প্রথা, দেবদাসী প্রথা, জহরব্রত, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা ও ধর্মীয় গোড়ামী নারীকে অবদমিত করেছে। তাই নারী স্বাধীনতা ও নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হলে প্রয়োজন রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে নারীর পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ। আর এই অংশগ্রহণের সপক্ষে প্রয়োজন সমাজের তৃণমূল স্তরে সকল প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষকে সংগঠিত করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা। নারীর এরুপ অবদমিতময় পরিস্থিতি থেকে উন্নীত হতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। উক্ত প্রবন্ধে নারীর ক্ষমতায়ন বিকাশে স্বনির্ভর গোষ্ঠী কিভাবে তার যথার্থ ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা জানতে চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাক্ষেত্রে গবেষক নদিয়া জেলার শান্তিপুর অঞ্চলে কিছু গোষ্ঠীদ্বয়কে এবং তার সদস্যাদের সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কিভাবে নারীকে তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছে এবং তা কতটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তা গবেষণা পত্রে আলোচিত হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *স্বনির্ভর গোষ্ঠী, বিকল্প উন্নয়ন, NABARD, স্বল্পপুঁজি ঋণ, নারী ক্ষমতায়ন।*

---

* এম.ফিল. গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: sarkarpishpa505@gmail.com

ভূমিকা

একবিংশ শতকে বিশ্বব্যাপী যখন উন্নয়নের সীমাহীন প্রবাহ বহমান, ঠিক তারই বিপরীতে প্রদীপের দীপ্ত শিখার নিচে থাকা অন্ধকারের মত দারিদ্রতা ও অনুন্নয়নতা যেন এক প্রবল অভিশাপ। উন্নয়নের এহেন মানদণ্ডের আলোয় যেখানে ভুবনায়নের ভাষার দাপট ঠিক তারই বিপরীতে দূর্বল, অসমর্থ, দরিদ্র মানুষের কাছে বেঁচে থাকাটাই হয়তো বিলাসিতা সাপেক্ষ। মার্কসীয় ব্যাখ্যানুসারে যাদের অঙ্গুলিহেলনে উৎপাদিকা শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমিত, তারাই যেন উন্নয়নের ক্রমাগত সার্বিক সুফল ভোগ করে চলেছে। তাই সমাজের সার্বিক বিকাশে প্রয়োজন সকলের উন্নয়ন। বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম চাহিদাটুকু পূরণ করার মতো সামর্থের প্রয়োজন, যেখানে সর্বজনীন উন্নয়ন বাস্তবিকীকরণের উদ্দেশ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে দূরে সরিয়ে গান্ধীজী এক বিকল্প উন্নয়ন বা Alternative Development-এর পথকে নির্দেশায়িত করেছেন।[১] আর এই উন্নয়নের ভিত্তি স্তম্ভকে সুদৃঢ় করতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, প্রয়োজন তৃণমূল স্তর থেকে সামাজিক উন্নয়নের পরিপূর্ণ বিকাশ।

সমাজের তৃণমূল স্তরের উন্নয়নকে অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়নকে সামনে রেখেই বহু পূর্বেই সূচিত হয়েছে উন্নয়ন মূলক নানাবিধ চিন্তাভাবনা সমূহ। ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *'The Co-operative Principle'* নামক গ্রন্থে কো-অপারেটিভ বা সমবায় ধারণাটি আনেন।[২] এটি পরবর্তীকালে Community Development Programme (CDP) স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তবুও উন্নয়নের পথ যেহেতু সুমসৃণ নয়, তাই এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাষ্ট্র, NGO এবং বিভিন্ন সহকারী সংগঠনগুলির ভূমিকা অনেকাংশে যেমন সফলতর, ঠিক তেমনি তার ব্যর্থতার তালিকাও যথাযথ দীর্ঘতর।[৩]

সভ্যতার আদিপর্ব থেকে মানুষ একা জঙ্গলে, গুহায়, নদী উপত্যকায় বসবাস করত। ধীরে ধীরে মানুষ অনুভব করল যে একা একা এই বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা মোটেই সুবিধাজনক বা নিরাপদ নয়। একা বসবাসের ফলে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর আক্রমণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবিলা করা কঠিন এবং জীবন জীবিকা নির্বাহ করা খুবই দুরূহ সাপেক্ষ। সেই সময় থেকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে বসবাস করতে শুরু করে, তখন থেকেই জন্ম হয় গোষ্ঠীর। এই জীবন প্রবাহ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে নানা পরিবর্তন থেকে জন্ম নেয় দল, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থা। মানুষের জীবনের পূর্ণতা আসে সেই সকল সামাজিক সংগঠন থেকে। এই সকল সামাজিক সংগঠনগুলিকে সাধারণত গোষ্ঠী বলা হয়। অধ্যাপক জিস বার্থ-এর মতে, সামাজিক গোষ্ঠী হল এমন কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি, যা একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়াশীল থাকে। এছাড়াও বিশিষ্ট অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ 'গোষ্ঠী' শব্দটিকে ব্যবহার করে বলেছেন, পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ যেকোনো মানব সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলে।[৪] গোষ্ঠীর মাধ্যমে সম্পদের সুষম ব্যবহার সদস্যদের কর্মদক্ষতা ও আত্মশক্তির বিকাশ সহজ হয় এবং পারিবারিক জীবনে বা সামাজিক জীবনে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও তাদের চেতনা ও বিকাশে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠী অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী

আর্থসামাজিক নিরিখে সমজাতীয় দরিদ্র মানুষরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোষ্ঠীর মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হলে সেই গোষ্ঠীকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বলে। সাধারণভাবে কোনো গোষ্ঠীকে তখনই সদর্থে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা Self Help Groups (SHG) বলা যেতে পারে, যখন তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট, কর্মের ঐতিহ্য ও কর্মসংস্কৃতি অভিন্ন এবং যাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া যথার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ, তারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ৫-২০ জন একত্রিত হয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করে, যার উদ্দেশ্য হবে নিজেদের সমষ্টিগত জীবনের মান উন্নত করা বা একইভাবে বলা যায় দরিদ্র মানুষ যখন একজোট হয়ে ৫-২০ জন সাপেক্ষে ছোট ছোট দল গঠন করে তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ তাদের সঞ্চিত অর্থ থেকে যোগান দেওয়া সম্ভবপর হয় এবং তা কোনো আর্থিক সমস্যার সাহায্য ব্যতিরেকেই, তখন তাদের স্বনির্ভর দল বা গোষ্ঠী বলে।[৫]

ভারতবর্ষে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শব্দটি নতুন ভাবে চালু হলেও, বিষয়টির শিকড় খুব পুরনো। আজও আমাদের গ্রামে

গ্রামে যে ধর্মগোলা আমরা দেখতে পাই তা কিন্তু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর একটি ভিন্ন রূপ ও একটি প্রাচীন ধারণা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ১৯৯২ সালে মথুরাপুর থানার খাড়ি লার্জ সাইজ সমবায় সমিতিতে প্রথম স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য গঠন ও তার পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, পাশাপাশি বসবাসকারী সম মনোভাবাপন্ন ও সমঅর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন ৫-২০ জন দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ যখন স্বেচ্ছায় সঞ্চয় ও লেনদেনের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়, তখন সেই দলকে বলে স্বনির্ভর দল।[৬]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি মন্ত্রক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন— SHG is a commitment made by 10 to 20 persons belonging to different families living below poverty line, to work in Unison as a group. The main objective behind the formation of the group is to attend sales sufficiency in financial matters through micro savings.[৭]

জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা National Bank for Agriculture and Rural Development (*NABARD)* স্বনির্ভর গোষ্ঠী বলতে বুঝিয়েছেন, 'Self-Help Group is a small, economically homogeneous and affinity group of rural poor, voluntarily formed, to save and mutually agree to contribute to a common pound to be lent to its members as per group decision for their social economic development.'[৮]

Self Help Group and Microfinance Promotional Forum তাঁদের স্বনির্ভর দলের মূল্যায়ন ও মান নির্ণয় (২০০৫) গ্রন্থের ভূমিকায় স্বনির্ভর দল বলতে গিয়ে বুঝিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ১০-১৫ বা ২০ জনের একটি দল তখনই স্বনির্ভর দল হবে, যখন ওই দলটি কতগুলো বিষয়ে নূন্যতম গুণমান অর্জন করবে। আর গুণমান গুলো হল নিয়মিত মিটিং করা ও মিটিং -এ সবাই উপস্থিত থাকা, সভার আলোচনা মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া, দলের সবাই সঞ্চয় জমা দেওয়া, নির্দিষ্ট সময় অন্তর দলের নেতা বা নেত্রীর মধ্যে দল নেতা বা নেত্রী নির্বাচন করা, দলের সঞ্চয় থেকে ধারাবাহিকভাবে ঋণ নেওয়া ও সময় মতো তা পরিশোধ করা, দলের খাতা পত্র ঠিকমতো লিখে রাখা, সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং সবকিছুর নিয়ম বিধি তৈরি করা।[৯]

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ ও অনুন্নত দেশের মতো ভারতবর্ষেও সীমাহীন দারিদ্র্য, অসাম্য, বৈষম্যমুখী শিক্ষা ও অস্বাস্থ্য বিশেষভাবে বর্তমান। ন্যূনতম জীবনযাত্রার জন্য পরিষেবাহীন এই দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষেরা কখনো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে অদৃশ্য থেকে গেছেন। বিগত কয়েক দশক ধরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ এই সম অদৃশ্য অংশকে পরিষেবার আওতায় আনার চেষ্টা করলেও, তা খুব একটা কার্যকরী হয়নি। দরিদ্র এই মানুষগুলোর পরিবারের প্রয়োজনে ও রোজগার করার জন্য দরকার ঋণ। তাদের ঋণের চাহিদা অল্প এবং তারা ঋণ পেতে চান সহজ শর্তে ও অল্প সময়ে। তাদের প্রয়োজনের কোনো বাধাধরা নিয়ম বা সময় থাকে না। বছরে ৮-১০ বারও তাদের ঋণের প্রয়োজনও হতে পারে। অতীতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর সামাজিক দায়িত্ব অর্পিত হওয়াতে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর শাখা খোলা হয়েছিল এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ হয়।[১০] তা সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়া মানুষদের এখনো মহাজনদের উপর নির্ভর করতে হয়। ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক রীতিনীতি এই সম্প্রদায়ের কাছে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে এবং ঋণদান ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করতে উন্নয়নের বিকল্প মডেল হিসেবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ধারণা এসেছে। দেশের সিংহ ভাগ মানুষকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বা সফল হতে পারেনা। বেশিরভাগ মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল না পৌঁছানোর ফলে বর্ধিত উৎপাদনে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়নি এবং সক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন তাই এই বিশেষার্থে প্রায় সমার্থক। মানুষ নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শ্রম দিয়ে নিজেদের জীবনে নিজেরাই পরিবর্তন আনতে পারে। সহযোগিতা ও বিনিময়ের মাধ্যমে যে সামাজিক মূলধন সৃষ্টি হবে, তাতেই দরিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হবে।[১১]

অন্ধকারময় তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় এমন বহুবিধ শক্তির প্রভাব বিদ্যমান ছিল, যা নারীকে তার পর্যাপ্ত অধিকার, মর্যাদা এবং যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায়ে বাধা দান করেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও পারিবারিক সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ক্ষেত্র, সকল স্তরেই নারী অংশগ্রহণকে সংকুচিত করা হয়েছে।[১২] এমনকি সম্পদের মালিকানাহীন অস্তিত্ব নারীকে তার উৎপাদনশীল পর্যায়ে অংশ দিলেও কর্মী হিসাবে তালিকাভুক্ত করে না। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন শ্রমজীবী নারী অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত হলেও ব্যাঙ্ক দ্বারা আর্থিক সাহায্য থেকে সর্বদাই অব্যাহত থেকেছে।

স্বাধীনতাত্তর পর্বে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীদ্বয়ের মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন হল একমাত্র প্রকল্প, যার অন্দরে একটি সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হয় মূলত সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে। উল্লেখ্য বঞ্চিত, নিপীড়িত ও বহুলাংশে পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও প্রাচীন থেকে অদ্যবধি, নারীর অন্দরে অত্যন্ত পরিশ্রমী, বুদ্ধিমত্ততা, সৃজনশীল বস্তুবাদী জ্ঞান, ধৈর্যশীল ও সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন গুণাবলী বিরাজমান। যাকে নির্ভর করে নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনির্ভর সঞ্চয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হতে পারে।[১৩] যার নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলি হল—

- অগণিত সামাজিক প্রতিবন্ধতাকে দূরীকরণের মধ্যে দিয়ে সমাজে প্রান্তিক শ্রেণী তথা নারীদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মধ্যে দিয়ে নারীকে যথোপযুক্ত আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলা।
- অফিস, আদালত, কৃষি ও ব্যবসা সকল ক্ষেত্রে নারীর স্বয়ংক্রিয় অংশগ্রহণে সুযোগ বৃদ্ধি।
- সামাজিক কার্যবিধি তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুলভ শৌচালয় নির্মাণ এবং তৎসহ নানাবিধ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সকল প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ ও নারীদের সংগঠিত করনে ভূমিকা বৃদ্ধি।
- রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের পর্যাপ্ত মতামতকে প্রাধান্য প্রদান করতে হবে।

সমীক্ষালব্ধ স্থানে মহিলা দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীদ্বয়ের কথা:

গোষ্ঠীভিত্তিক ঘটনা বিবরণী নং-১: নদিয়া জেলার শান্তিপুর ব্লক অধীনস্ত বাবলা, গোবিন্দপুর ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠী ২০০১ সালে গঠিত হয়, সর্বপ্রথম বারো জন মহিলাকে নিয়ে। এই গোষ্ঠী গঠনে প্রাথমিক ভাবে সাহায্য করে বাবলা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কার্যালয়। এখানে গোষ্ঠীর সদস্যদের আলোচনাক্রমে ঠিক হয় মাসিক দশ টাকা করে সদস্য পিছু সঞ্চয় ভিত্তিতে একটি তহবিল গঠিত হবে। প্রাথমিক ভাবে সরকার থেকে তিনশত টাকা সদস্য পিছু দেওয়া হয় এই গোষ্ঠীকে। পরবর্তীকালে সদস্যদের প্রতি মাসে টাকা জমানোর যে পরিকল্পনা ছিল, তা থেকে এখনো পর্যন্ত প্রায় সাড়ে দশ হাজার টাকা সঞ্চিত হয়েছে এবং সদস্যরা পৃথকভাবে তাদের প্রয়োজনে গোষ্ঠী তহবিল থেকে ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারেন কিছু শর্তসাপেক্ষে। নিয়মানুসারে সদস্যরা প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার বিকাল পাঁচটায় তারা সম্মিলিত হয়ে নির্ধারিত মাসিক অর্থ প্রদান করে এবং প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করে। তারপর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের অনুমোদন ভিত্তিতে ঋণ অনুমোদিত হয় এবং তারা ঋণ গ্রহণ করেন। বস্তুত এই গোষ্ঠীর নিজস্ব কোনো পেশা নেই। তবে গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যাদের ব্যক্তিগত পেশা রয়েছে। গোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত ঋণ গ্রহণ পরবর্তী তারা নিজ পেশায় বা ব্যক্তিগত কাজেই ব্যবহার করতে আগ্রহী। স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের সূচনালগ্ন থেকে যে বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহল এই গোষ্ঠীর মাধ্যমে সকল মহিলারাই যেন অর্থনৈতিক ভাবে স্বতন্ত্র ও যথাযথ স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। এছাড়াও গোষ্ঠীর যাবতীয় সিদ্ধান্ত এবং কাকে কত টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গোষ্ঠীর সকল সদস্যরা সম্মিলিত ভাবে। যদিও সামগ্রিক বিষয়টি দেখাশোনা করেন গোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত একজন দলনেত্রী।

গোষ্ঠীভিত্তিক ঘটনা বিবরণী নং-২: নদিয়া জেলার শান্তিপুর ব্লক অধীনস্থ প্রমোদনগর এলাকায় ২০০৩ সালে গড়ে

ওঠে প্রমোদনগর ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠী। গোষ্ঠী গঠনের শুরুতে কুড়ি জন মহিলাকে নিয়ে গোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে অন্তর্নিহিত গোলযোগের কারণে সাতজন সদস্যা গোষ্ঠী থেকে সরে যায়। আবার পরবর্তীতে তিন জন সদস্যা নতুন করে যোগদান করে। ফলে বর্তমানে গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ষোলো জন। গোষ্ঠী গঠনের প্রথম পাঁচ বছর সদস্যা পিছু মাসিক দশ টাকা সঞ্চয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, পরে সেই টাকার পরিমান বাড়িয়ে বিশ টাকা করা হয়। গোষ্ঠী গঠনের শুরুতে সরকারের কাছ থেকে চার শত টাকা দিয়ে গোষ্ঠী তহবিল চালু করা হয়। যদিও পরবর্তীতে সরকারের কাছ থেকে প্রতি সদস্যা পিছু পাঁচশত টাকা করে দেওয়া হয়। গোষ্ঠী গঠনের প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য ছিল, মহিলাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণ। মহিলারা তাদের নিজ জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যাপ্ত উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়। প্রয়োজনে তারা গোষ্ঠী থেকে অর্থ ঋণ নেয় এবং এই ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কাকে কত টাকা ঋণ দেওয়া হবে সে বিষয়েও প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয় একত্রিতভাবে গোষ্ঠীভুক্ত সকল মহিলারাই। এই গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অবশ্য নিজস্ব কোনো পেশা নেই। ফলে মাসিক অর্থ সঞ্চয় ছিল তাদের গোষ্ঠী তহবিলের প্রাথমিক উৎস। গোষ্ঠী গঠনের শুরুতে প্রতিমাসে দুবার মিটিং হত, কিন্তু পারিবারিক সমস্যাজনিত কারণে পরে তা প্রতিমাসের প্রথম শনিবারে হয়ে থাকে। মিটিং -এ সদস্যরা বিভিন্ন কারণে সকলেই উপস্থিত থাকতে পারেন না, অর্থাৎ উপস্থিতির হার তাদের মোটামুটি। তাই যারা উপস্থিত থাকতে পারেন না, তারা উক্ত আলোচনা গৃহীত সিদ্ধান্তকে সর্বসম্মতক্রমে মেনে নেন বা সমর্থন করেন। গোষ্ঠীটি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তাদের মধ্যে থেকেই সকলের সিদ্ধান্ত অনুসারে একজনকে গোষ্ঠী নেত্রী নির্বাচিত করা হয়েছে।

গোষ্ঠীভিত্তিক ঘটনা বিবরণী নং-৩: নদিয়া জেলার শান্তিপুর ব্লকের বিবেকানন্দ নগর অঞ্চলে ২০০৪ সালে ১২ই ডিসেম্বর উজ্জীবন স্বনির্ভর গোষ্ঠী -টি গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠী গঠনে প্রাথমিক ভাবে সাহায্য করে স্থানীয় বাবলা পঞ্চায়েত। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীটি অবশ্য পুরুষ ও মহিলা একত্রিত ভাবে প্রায় পনেরো জন সদস্য ও সদস্যাকে নিয়ে গঠিত হয়। সকল গোষ্ঠী সদস্যদের আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রতিমাসে ষাট টাকা সদস্য ও সদস্যা পিছু গোষ্ঠী তহবিলে সঞ্চিত হবে। বর্তমানে এই গোষ্ঠীটির তহবিলে মোট পনেরো হাজার দুই শত দশ টাকা সঞ্চিত হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট পেশা হিসাবে এই গোষ্ঠীটি হস্তচালিত কাপড় উৎপাদনকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যা শ্রীমতি গীতারানি দাস মহাশয়া জানান প্রতি মাসে দুইবার করে মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। গোষ্ঠীর সকল সিদ্ধান্তই মিটিং-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, যেখানে সকল সদস্য ও সদস্যাই তাদের মতামত জানিয়ে থাকেন। গোষ্ঠী তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ করলে প্রতিমাসে প্রতি একশত টাকায় দুই টাকা হারে সুদ দিতে হবে এই শর্তে ঋণ দেওয়া হত। বর্তমানে সরকার থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়ার ফলে একশত টাকায় ঊনসত্তর পয়সা হারে সুদ দিতে হয়। যা গোষ্ঠীভুক্ত সকল সদস্যকেই অর্থিক স্বনির্ভর করনের পথে অনেকাংশেই এগিয়ে দিয়েছে।

কিছু স্বনির্ভর মহিলার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্বরুপমূলক কথা:

সদস্যভিত্তিক ঘটনা বিবরণী-১: নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের বাবলা গোবিন্দপুর ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীর সদস্যা শ্রীমতি সুপ্রীতি দাস, স্বনির্ভর গোষ্ঠী কিভাবে তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে গবেষণাকার্যে গবেষককে তার মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান তাঁর স্বামী মারা যাবার পর, সংসার কিভাবে চলবে, কোথায় থাকবেন, খাবেন কি এবং ছেলেমেয়েদের কি করে মানুষ করে তুলবেন, এই চিন্তায় একসময় দুর্ভাবনায় ও হতাশায় চারিদিক ক্রমেই তার সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। তিনি মুড়ি ভেজে এবং লোকের বাড়িতে দুবেলা কাজ করে ছেলে মেয়েদের খেতে, পড়তে ও পড়াশোনা করাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথায় ছেলেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত এবং মেয়েকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়েছি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হওয়ার পর একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সাহায্য বা স্বনির্ভরতা পেয়েছি সংসার চালানোর ক্ষেত্রে, অন্যদিকে আবার মনের জোর পাচ্ছি বলে জানান শ্রীমতি সুপ্রীতি দাস। একটা সময় পর্যন্ত সংসার খুব কষ্টে কেটেছে, টাকা পয়সা

অভাবে তেমন কিছুই হয়ে ওঠেনি। তবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর একান্তরিত সাহায্যের দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নতি করতে সচেষ্ট হয়েছি। এই গোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা মুড়ি ভাজার চাল ও সাথে সাথে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে থাকি। ফলে ঋণের টাকাটা হাতে থাকায় মুড়ি ভাজার চাল বেশি করে কিনে ভাজার পর চাল বিক্রি থেকে মোটামুটি অনেকাংশে লাভ হয়। গোষ্ঠী থেকে ঋণ পাওয়ার ফলে সমস্ত সংসার খরচ নিজে চালাতে পারি এবং যাবতীয় সিদ্ধান্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজে গ্রহণ করতে পারি। ধীরে ধীরে চেনা জানার পরিসর বেড়েছে এবং লাভের পরিমানও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত আমি অনেকটাই চিন্তা মুক্ত বলে জানান গোষ্ঠী সদস্যা শ্রীমতি সুপ্রীতি দাস।

সদস্যভিত্তিক ঘটনা বিবরণী-২: শান্তিপুর ব্লক অধীনস্ত প্রমোদনগর ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীর আরেক সদস্যা হলেন শ্রীমতি বিশাখা দাস। তিনি জানান একটা সময় আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। স্বামীর শরীরের অবস্থাও ছিল খুব খারাপ। সংসার চালাতে খুবই কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। সেই সময় অনুভব করি যদি কিছু রোজগার করতে পারতাম তাহলে দুঃসময় কাজে লাগাত। এই দুশ্চিন্তা থেকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হবার পর ধীরে ধীরে সফল হতে থাকে বলে মনে করেন শ্রীমতি বিশাখা দাস। বর্তমানে স্বামী খুবই অসুস্থ, আর ছেলে কোনোভাবে ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করে। গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে গোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত ঋণ এবং সঞ্চিত অর্থকে একত্রিত করে একটি সেলাই মেশিন কিনেছি। যার মাধ্যমে কিছু জিনিস তৈরি করে এবং পুরনো জিনিস মেরামত করে কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারি। এখন আমি অনেক কিছু তৈরি করতে পারি, এই কথাটি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে জানান শ্রীমতি বিশাখা দাস। স্বামী মিঠুন দাস জানান বিশাখা দেবী এই সকল কাজ করায় তিনি যথেষ্ট খুশি কারণ তার মতে মেয়েরাও একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক। আগে আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। এখন কিছু পরিমাণ অর্থ উপার্জন হচ্ছে, তাই আগের থেকে ভালো ভাবেই চলে যাচ্ছে। নিজে কাজ করে দুটো পয়সা তো রোজগার করতে পারছি, এটাই মানসিক সন্তুষ্টি বলে জানান মাধ্যমিক পাশ বিশাখা দাস।

সদস্যভিত্তিক ঘটনা বিবরণী-৩: শান্তিপুরের বিবেকানন্দ নগর এলাকার উজ্জীবন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা হলেন শ্রীমতি বুলুরানী দাস। তিনি পেশায় গৃহবধূ। স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, করোনা পরবর্তী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বর্তমান পরিস্থিতি এতই কঠিন যে সেখান থেকে সংসার চালানো অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তিনি জানান স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার আগে পারিবারিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। একসময় স্বামী একটি তন্তুবয় কারখানায় কাজ করতো, কিন্তু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের অবস্থা আরোও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়ে অনেক লাভ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি জানান, গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ধীরে ধীরে কিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অবসর সময় বিড়ি বাধাই, প্রাপ্ত ঋণের মাধ্যমে যন্ত্র চালিত তাঁতের মাধ্যমে একাধিক কাপড় তৈরিতে চেষ্টা করি। ফলে দ্রুত আর্থিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। গোষ্ঠীর টাকাটা ঠিক সময় কাজে লেগেছে বলে শ্রীমতি বুলুরানী দাস মহাশয়া জানান। বর্তমানে সংসার মোটামুটি ভালোভাবেই চলছে এবং মেয়ের প্রয়োজনীয় পড়াশোনার জন্য টাকা দিতে পারছি, ফলে যথেষ্টই আনন্দ হচ্ছে। গোষ্ঠীতে যুক্ত হওয়ার ফলে জীবন যাত্রার মান বেশি না হলেও, যথেষ্টই উন্নত হয়েছে। প্রয়োজনের সময় গোষ্ঠীর টাকা উপকারে এসেছে তাই বাঁচতে সুবিধা হয়েছে বলেই তিনি জানান। তাঁর মতে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও তাদের স্বনির্ভরকরণের পথে বিশেষ সাহায্য করে চলেছে।

উক্ত সমীক্ষা ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণার্থে বলা যায়, প্রান্তিক গ্রামাঞ্চল ভিত্তিক অঞ্চলে নারীর পর্যাপ্ত উন্নয়ন ও তার যথাযথ বিকাশে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি বিবিধ উন্নয়নমুখী কার্যসম্পাদন করে চলেছে। মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লক্ষ্যগুলি দুটি স্তরে তথা—অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে বিভাজিত। সমীক্ষালব্ধ প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বলা যায়, প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল ৫-২০ জনের একটি সমজাতীয় গোষ্ঠী গড়ে তোলা, যারা গোষ্ঠীগত উদ্যোগে কিংবা গোষ্ঠী থেকে সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্য ঋণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে স্বয়ংসম্পূর্ণা হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে অধিক আয় করতে সক্ষম হয়ে চলেছে। অপরদিকে সামাজিক উন্নয়নের প্রতীকি দিকসমূহ

যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন কুটির শিল্প, কর্ম উপযোগী প্রশিক্ষণ, আর্থসামাজিক সচেতনতা এবং সর্বোপরি কুসংস্কার যুক্ত সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধাচারণ বাস্তবায়িত করেছে। তাই বলা যায়, ক্ষমতায়নের পূর্ণতর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তখনই সম্ভব হবে যখন অর্থনৈতিক বিকাশের সহিত সামাজিক উন্নয়নের যে সকল দিকগুলি অবদমিত হয়ে চলেছে তার পর্যাপ্ত প্রতিকার সাধন করা হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির যৌথ উদ্যোগাধীনে প্রতিটি গোষ্ঠীই নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সাথে সাথে সামাজিক ভাবেও ক্ষমতার্জনে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, দলগত উদ্যোগে পর্যাপ্ত স্বনির্ভর সঞ্চয়ী হতে পারে দরিদ্র নারীদের ও তাদের পরিবারের উন্নয়নের ভিত। নারী স্বনির্ভর হলে তার সুফল শুধু নারীর ব্যক্তিগত জীবনকেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা প্রসারিত হয় পরিবারে ও বৃহত্তর সমাজে। মহিলাদের দক্ষতা অভিজ্ঞতা আর শক্তিকে একত্র করতে পারলে গরীব মানুষ বিশেষত মহিলারা নিজেদের পরিবর্তন নিজেরাই আনতে পারবেন। আর সেই সঙ্গে ঘটবে সামাজিক পরিবর্তন। যৌথ উদ্যোগে গ্রামের উন্নয়ন অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠবে। তাই ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়ন ও গ্রামীণ মানুষের সক্ষমতা অর্জন ও ক্ষমতায়নের এক নতুন বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। তবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাফল্য নির্ভর করে দলগত সহাবস্থান বা সহযোগিতার নীতি নৈতিকতার ওপর অর্থাৎ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এই পদ্ধতিটির প্রাক শর্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীরই। এই দলগত অবস্থান প্রান্তিক শ্রেণীভুক্ত গ্রামীণ দারিদ্র নারীর জীবনে আনতে পারে পর্যাপ্ত সামর্থ্য, সক্ষমতা ও ক্ষমতায়নের নতুন কোনো পথের।

মূল্যায়ন

স্বনির্ভর গোষ্ঠী তথা কেন্দ্রের আনন্দধারা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল সমাজের প্রান্তিক শ্রেণী তথা মেয়েদের সংঘবদ্ধ এবং স্বনির্ভর করার প্রকল্প অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নগত যথার্থ বিকাশ। এখনো পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় আটাত্তর লক্ষের বেশি এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। যার সিংহভাগ গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে মহিলাদের নিয়ে। প্রতি গোষ্ঠীতে গড়ে দশজন হিসাবে ধরলেও দেশে সাত কোটি আশি লক্ষ মহিলা এই গোষ্ঠীর সদস্য। তাঁদের ক্ষমতায়নের বৃদ্ধিতে যে চারটি মূল দিক রয়েছে তাহল — ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, স্বত্বাধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।[১৪] স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি সাধারণত সমাজে তৃণমূল স্তরীয় মানুষের উন্নয়নমূলক দিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণমূলক অবস্থান বৃদ্ধিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার বিষয়টি সংগঠিত ভাবে সারা ভারতবর্ষব্যাপী গ্রামীণ ও শহরের দরিদ্র মানুষের সাথে অর্থনৈতিক প্রগতিতেও একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাংলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে প্রায় পাঁচশো কর্মতীর্থ, যেখানে স্থায়ী স্টলের মাধ্যমে গোষ্ঠীর মেয়েরা নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করতে পারেন, আলোচনা সভা ডাকতে পারেন, একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এছাড়াও গোষ্ঠীর মাধ্যমে মেয়েদের স্বনির্ভর করতে হলে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত গাইড দরকার। যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে যেমন গোষ্ঠীগুলিতে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন না থাকায় (সমীক্ষা ভিত্তিক গোষ্ঠীবিবরণী ১ এবং ২) স্বনির্ভরতার বিষয়টি উঠে আসেনি। এমনকি অনেক সময়তেই গোষ্ঠীর মিটিং অনিয়মিত হয়ে পড়ে (সমীক্ষা ভিত্তিক গোষ্ঠীবিবরণী ১, গোষ্ঠীবিবরণী ২ এবং গোষ্ঠীবিবরণী ৩) এবং মিটিং-এ সদস্যদের অনুপস্থিতির হার যথেচ্ছ কম। ফলে গোষ্ঠীর পক্ষে সামগ্রিক সঠিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হয় না।

সমীক্ষায় দেখা যায় গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্যই স্বল্পাক্ষর। ফলে শিক্ষার অভাবে গোষ্ঠীর প্রাপ্ত সরকারি ও বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ থেকে তারা অনেকাংশেই বঞ্চিত হয়েছে। এক্ষেত্রে যেসকল বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে তাহল - প্রথমত, শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যমান গোষ্ঠীগুলির দুর্বলতার কারণগুলিকে অনুসন্ধান করে গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে হবে; দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক আলোচনা সভা বসার ব্যাপারে নজর দিতে হবে; তৃতীয়ত, হাতের কাজ ও অন্যান্য স্বনির্ভর ভিত্তিক কাজে ঠিক মতো প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে; চতুর্থত, গোষ্ঠীর সঞ্চয় আমানতের ওপর অধিকারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবা প্রয়োজন, কারণ আমানতের অর্থে

সুযোগ পেলে অর্থ সঞ্চয়ে মহিলারা আগ্রহী হবে; পঞ্চমত, নির্বাচনের মাধ্যমে গোষ্ঠীর সভানেত্রী, সম্পাদিকা ও অন্যান্য পদে পরিবর্তন আনতে হবে। এবং সর্বোপরি পর্যাপ্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সময়ানুযায়ী নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ বিস্তার ও কৌশলগত উন্নয়নকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এছাড়াও গোষ্ঠীর সদস্যদের অভ্যন্তরীণ গোলযোগকে যথেচ্ছ সংবেদনশীলতার সহিত সমাধান করে, প্রত্যেক গোষ্ঠীর সদস্যদের একত্রিত ও যূথবদ্ধ করে তুলতে হবে। যা গোষ্ঠীর উন্নয়নমুখী সর্বপ্রকার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবে ও সমাজের প্রান্তিক শ্রেণী ও নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়নমুখী অর্জনে সহায়ক হয়ে উঠবে এবং নারীকে তার ক্ষমতায়নের শীর্ষ মাত্রায় মহামান্বিত করবে।

সূত্র নির্দেশ:

১. Friedmann, John, (1992). *Empowerment: the Politics of Alternative Development*, Blackwell Publishers, pp. 9-11.

২. Mukhejee, Ananya, (2011, July 1). Tagore and the idea of Cooperation. *thehindu.com*. Retrieved from https://www.thehindu.com

৩. Panday, Pranab, (2008). Representation without Participation: Quotas for Women in Bangladesh. *International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique*, 29(4), pp. 489-512.

৪. Chatterjee, Mirai, (2001). Empowering Poor Women: Some Experiences of the Self-Employed Wome's Association. *World Affairs: The Journal of International Issues*, 5(3), pp. 61-72.

৫. সিংহ, স্বপন, (২০০১), *স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের ম্যানুয়েল*, প্রতিবন্ধী সংঘ, পৃ. ৫০।

৬. *তদেব*, পৃ. ৫৫।

৭. https://shg.wbscl.in/home/wbssp_beng Accessed on 24th February 2023.

৮. Premchander, S., & M. Chidambaranatham, (2007). One Step Forward or Two Steps Back? Proposed Amendments to NABARD Act. *Economic and Political Weekly*, *42*(12), pp. 1006-1008.

৯. সিংহ, স্বপন, (২০০১), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭।

১০. S. Galab, & N. Chandrasekhara Rao, (2003). Women's Self-Help Groups, Poverty Alleviation and Empowerment. *Economic and Political Weekly*, 38(12/13), p. 1274.

১১. *Ibid.*, p. 1276.

১২. Kishor, Raghwendra, (2014). Micro Finance and Self Help Groups. *The Indian Journal of Political Science*, 75(1), pp. 157-164.

১৩. Kabeer, Naila, (2005). Is Microfinance a "Magic Bullet" for Women's Empowerment? Analysis of Findings from South Asia. *Economic and Political Weekly*, 40(44/45), pp. 4709-4718.

১৪. Salgaonkar, Seema, & Salgaonkar, Pradeep, (2009). Panchyats and Women Self Help Groups: Understanding The Symbiosis. *The Indian Journal of Political Science*, 70(2), pp. 481-494.